বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন

BANGLADESH CHEMICAL INDUSTRIES CORPORATION
BCIC BHABAN, 30-31, DILKUSHA C.A., DHAKA-1000, BANGLADESH
www.bcic.gov.bd

সূত্র নং-৩৬.০১.০১১.০১.০৪.১০৩০.২০১৭/ ৩৮৭

তারিখঃ ০৯ জুন, ২০১৭ খ্রিঃ

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন-এর নিয়ন্ত্রণাধীন কারখানাসমূহে নিয়োগের জন্য বাংলাদেশের স্থায়ী নাগরিকদের নিকট হতে নিম্নোক্ত শূন্যপদ সমূহে উপযুক্ত প্রার্থীদেরকে অন-লাইনে আবেদন ফরম পূরণ করার আহ্বান করা হচ্ছেঃ

ক্রঃ নং	পদের নাম	পদ সংখ্যা	গ্রেড	বেতন স্কেল	বয়স সীমা (বছর)	আবেদনের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
০১	সহকারী প্রকৌশলী (কেমিক্যাল)	২৫	৯ম	২২০০০-৫৩০৬০/-	৩০	সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা ৫ (পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা সহ ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং।
০২	সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)	০২	৯ম	২২০০০-৫৩০৬০/-	৩০	সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা ৫ (পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা সহ ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং।
০৩	উপ-সহকারী প্রকৌশলী (কেমিক্যাল)	৩২	১০ম	১৬,০০০-৩৮৬৪০/-	৩০	০৩ (তিন) বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং।
০৪	উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)	০২	১০ম	১৬,০০০-৩৮৬৪০/-	৩০	০৩ (তিন) বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং।

মোট পদ= ৬১

অনলাইনে আবেদন ফরম পূরণের ক্ষেত্রে এবং পরীক্ষায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত শর্তগুলি অত্যাবশ্যকীয়ভাবে অনুসরণীয়ঃ

১. আগামী ১৩ জুন, ২০১৭ খ্রিঃ তারিখ থেকে অনলাইনে নিয়মাবলী অনুসরণ করে আবেদন ফরম পূরণ করা যাবে। নিয়মাবলী অনুসরণ করে পরীক্ষার ফি বাবদ ২০০ (দুইশত) টাকা SMS এর মাধ্যমে পাঠাতে হবে। আবেদনপত্র পূরণ সংক্রান্ত শর্তাবলি ও নিয়মাবলী বিসিআইসি'র নিজস্ব ওয়েব সাইট **www.bcic.gov.bd** এ পাওয়া যাবে। অনলাইনে আবেদনপত্র পূরণের শেষ তারিখ ০৬ জুলাই, ২০১৭ খ্রিঃ তারিখ রাত ১২:০০ ঘটিকা পর্যন্ত।

২. ১৩ জুন, ২০১৭ খ্রিঃ তারিখে প্রার্থীর বয়সসীমা ১৮-৩০ বছর হতে হবে। মুক্তিযোদ্ধা/শহীদ মুক্তিযোদ্ধার পুত্র-কন্যা, মুক্তিযোদ্ধা/শহীদ মুক্তিযোদ্ধার পুত্র-কন্যার পুত্র-কন্যাদের এবং শারীরিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে বয়সসীমা ১৮-৩২ বছর।

৩. বয়সের ক্ষেত্রে কোন প্রকার এফিডেভিট গ্রহণযোগ্য হবে না।

৪. লিখিত, মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ এবং চূড়ান্ত নির্বাচিত প্রার্থীদের চাকুরীতে প্রথম যোগদান পর্যন্ত কোন প্রকার টিএ/ডিএ প্রদান করা হবে না।

৫. নিয়োগের ক্ষেত্রে BCIC প্রবিধানমালা এবং সরকারের বিদ্যমান ও পরিবর্তিত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধি-বিধান অনুসরণ করা হবে। নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকার নির্ধারিত কোটা অনুসরণ ও সংরক্ষণ করা হবে।

৬. এই নিয়োগ ও নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কিত যে কোন সংশোধন, সংযোজন (যদি থাকে) বিসিআইসি'র নিজস্ব ওয়েব সাইট **www.bcic.gov.bd** এ পাওয়া যাবে। আবেদনের সময় হ্রাস/বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি, লিখিত পরীক্ষার ফলাফল, মৌখিক পরীক্ষার সিডিউল, চূড়ান্ত ফলাফল, নিয়োগপত্র সহ সকল তথ্য **www.bcic.gov.bd** এ প্রকাশ করা হবে।

লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার জন্য করণীয়ঃ

০৭. লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ও মৌখিক পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পর ১০ কর্মদিবসের মধ্যে নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ উপ-বিভাগ, বিসিআইসি, বিসিআইসি ভবন (৬ষ্ঠ তলা), ৩০-৩১, দিলকুশা বা এলাকা, ঢাকা-১০০০ বরাবরে সরাসরি/ ডাকযোগে নিম্নোক্ত সনদসমূহ দিতে হবে। জেলা ও মেধা কোটা ব্যতীত প্রার্থী যে কোটার আওতায় আবেদন করেছেন তা খামের উপরে ও আবেদনপত্রে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।
সরকার কর্তৃক নির্ধারিত চাকুরীর আবেদন ফরম এর অনুরূপ তথ্য ফরম পূরণ করে এর সাথে (ক) অনলাইনে পূরণকৃত আবেদন পত্রের Applicant Copy এর প্রিন্ট কপি, (খ) প্রবেশপত্র, (গ) আবেদনে উল্লিখিত সকল সনদ/কাগজাদি, (ঘ) সদ্যতোলা চার কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি, (ঙ) নিজ জেলার পৌর মেয়র/ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত নাগরিকত্ব সনদপত্র অথবা, জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি (চ) চারিত্রিক সনদপত্র ও (ছ) অভিজ্ঞতার সনদ (যদি থাকে) জমা দিতে হবে। এছাড়া উপজাতী কোটায় দাবিদার প্রার্থীদের উপজাতী মর্মে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত সনদের সত্যায়িত ফটোকপি আবেদনপত্রের সাথে সংযুক্ত করতে হবে। ছবিসহ সকল ডকুমেন্ট প্রথম শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত হতে হবে।

চলমান পাতা-২

০৮. (ক) মুক্তিযোদ্ধা/শহীদ মুক্তিযোদ্ধার পুত্র-কন্যা হিসেবে মুক্তিযোদ্ধা কোটায় চাকুরি দাবীদার প্রার্থীকে চাকুরীর আবেদনপত্রের সাথে যথাযথভাবে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বাক্ষরিত ও প্রতিস্বাক্ষরিত মুক্তিযোদ্ধা সার্টিফিকেট এর সত্যায়িত কপি দাখিল করতে হবে।

(খ) মুক্তিযোদ্ধা/শহীদ মুক্তিযোদ্ধার পুত্র-কন্যার পুত্র-কন্যা হিসেবে মুক্তিযোদ্ধা কোটায় চাকুরি দাবীদার প্রার্থীকে প্রেরিত আবেদন পত্রের হার্ডকপির সাথে তাদের পিতার পিতা/পিতার মাতা/মাতার পিতা/মাতার মাতা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এর যথাযথভাবে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বাক্ষরিত ও প্রতিস্বাক্ষরিত মুক্তিযোদ্ধা সার্টিফিকেট এর সত্যায়িত কপি দাখিল করতে হবে এবং এ মর্মে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/সিটি কর্পোরেশন এর ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও পৌরসভার মেয়র/কাউন্সিলর কর্তৃক প্রদত্ত মূল সার্টিফিকেট আবেদনপত্রের সাথে সংযুক্ত করতে হবে। ক ও খ উভয়ক্ষেত্রে সকল প্রার্থীকে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিম্নে প্রদত্ত নির্ধারিত ছক আলাদা কাগজে পূরণ করে আবেদনের হার্ড কপির সাথে পাঠাতে হবে।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত ছকদ

ক্রম	বিষয়	বিবরণ	মন্তব্য
(১)	মুক্তিযোদ্ধার নাম		
(২)	পিতার নাম		
(৩)	উপজেলা/ জেলার নাম		
(৪)	মুক্তিযোদ্ধার জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্ম তারিখ/ জন্ম সনদ		
(৫)	মুক্তিবার্তা নম্বর, গেজেট নম্বর ও তারিখ		
(৬)	মন্ত্রণালয়ের সনদ নম্বর, তারিখ ও স্মারক নম্বর		
(৭)	মুক্তিযোদ্ধার স্থায়ী ঠিকানা		
(৮)	মৃত মুক্তিযোদ্ধার ক্ষেত্রে মৃত্যু সনদ		
(৯)	বামুস সনদ নম্বর ও তারিখ		
(১০)	মুক্তিযোদ্ধার নাতি/নাতনী দাবী করার ক্ষেত্রে প্রার্থীর জাতীয় পরিচয়পত্র, পিতা মাতার জাতীয় পরিচয়পত্র		
(১১)	মুক্তিযোদ্ধার উত্তরাধিকারী সনদপত্র, পোষ্যদের ক্ষেত্রে প্রার্থীর পিতা বা মাতার নাগরিকত্ব সনদ		
(১২)	ভারতীয় তালিকার নম্বর ও কপি (যদি থাকে)		

০৯. যে সকল প্রার্থী বিদেশ হইতে ইঞ্জিনিয়ারিং এ স্নাতক/স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে যে কোন ডিগ্রি অর্জন করেছেন তাদের বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন/শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে ইকুইভ্যালেন্স সংক্রান্ত যথাযথ প্রত্যয়ন পত্র অবশ্যই দাখিল করতে হবে।

১০. সরকারি, আধাসরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে চাকুরীরত প্রার্থীগণকে মৌখিক পরীক্ষার সময় অবশ্যই যথাযথ কর্তৃপক্ষের নো অবজেকশন সার্টিফিকেট(এনওসি)/অনাপত্তি পত্র দাখিল করতে হবে। এতদভিন্ন পূর্বের চাকুরীস্থলের আপত্তি পাওয়া গেলে প্রার্থীর নিয়োগ সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে।

১১. চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত এবং নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের পোস্টিংকৃত কর্মস্থলে নূন্যতম ০৩ (তিন) বছর চাকুরী করতে হবে।

১২. চূড়ান্ত মনোনীত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে পরবর্তীকালে কোন সময়ে কোন যোগ্যতার বা কাগজপত্রাদির ঘাটতি ধরা পড়লে, দুর্নীতি, সনদ জালিয়াতির প্রমাণ পাওয়া গেলে, পুলিশ ভেরিফিকেশন-এ বিরূপ কোন মন্তব্য পাওয়া গেলে, স্বাস্থ্যগত অযোগ্যতার প্রমাণ পাওয়া গেলে, অসত্য তথ্য প্রদান করলে বা যে কোন গুরুতর ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হলে উক্ত প্রার্থীর নিয়োগ সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে। এছাড়া ক্ষেত্র বিশেষে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীকে ফৌজদারি আইনে সোপর্দ করা যাবে। চাকুরিতে নিয়োগের পর এরূপ কোন তথ্য প্রকাশ বা প্রমাণিত হলে তাকে চাকুরি হতে বিসিআইসি প্রবিধানমালা ৫৪ (২) অনুযায়ী বরখাস্ত করা ছাড়াও তার বিরুদ্ধে যে কোন উপযুক্ত আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

১৩. যেকোন প্রকার সুপারিশ প্রার্থীর অযোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হবে এবং এরূপ ক্ষেত্রে নিয়োগ প্রক্রিয়া চলাকালীন যে কোন পর্যায়ে চাকুরীতে আবেদনকারীর প্রার্থীতা সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে।

১৪. কর্তৃপক্ষ নিয়োগের যেকোন পর্যায়ে পদের সংখ্যা হ্রাস/বৃদ্ধি/বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করেন। নিয়োগ পরীক্ষা ও নিয়োগ সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

(মোহাম্মদ জাকির হোসেন)
মহাব্যস্থাপক (প্রশাসন)
চিফ অব পার্সোনেল এর পক্ষে।